প্রলয়োল্লাস

কাজী নজরুল ইসলাম

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
ঐ নূতনের কেতন ওরে কাল্-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল্,
সিন্ধুপারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল।
মৃত্যু-গহন অন্ধ-কূপে
মহাকালের চন্ড-রূপে-
ধূম্র-ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর-
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশা জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়।
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল দোলে
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর –
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়।
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে।
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর 'পর –
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ঙ্কর!"
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

মাভৈঃ, মাভৈঃ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে।
জরায়-মরা মুমূর্ষদের প্রাণ-লুকানো ঐ বিনাশে।
এবার মহা-নিশার শেষে
আসবে উষা অরুণ হেসে

করুণ বেশে।
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

ঐ সে মহাকাল সারথি রক্ত-তড়িৎ চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে।
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে।
গগন-তলের নীল খিলানে।
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ-স্তুপে!
এইতো রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর—
শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

ধবংস দেখে ভয় কেন তোর? — প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন।
আসছে নবীন — জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন।
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে।
ভেঙ্গে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

ঐ ভাঙ্গা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর?
তোরা সব জয়ধবনি কর!
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর!
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

সৌজন্যঃ নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ১১৯৬, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫-৬।